International Journal of Applied Research 2017; 3(8): 314-316

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(8): 314-316
www.allresearchjournal.com
Received: 20-06-2017
Accepted: 21-07-2017

মিঠুন হাওলাদার
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Correspondence
মিঠুন হাওলাদার
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ললিতবিস্তরসূত্র: একটি পর্যবেক্ষণ

মিঠুন হাওলাদার

Abstract
The Lalitavistara Sūtra on the contrary is regard as one of the most sacred Mahāyāna texts, as a vaipulya sūtra. It is a text -book of voluminous contents and gives the usual designation of a Mahāyāna sūtra and yet originally the work embodied a descriptive life of the Buddha for the Sārvāṣtivādi school attached to the Hīnayāna. The Lalitavistara Sūtra tells the story of Gautama Buddha from the time of his decent from Tushita until his first sermon in the Deer Park near Varanasi. The Lalitavistara sūtra was written in a combination of Sanskrit and a vernacular. The term Lalitavistara has been translated "The play in Full "or "Extensive Play", referring to the Mahāyāna view that the Buddha's last incarnation was a "display "or "performance" given for the benefit of the beings in this world. The Lalitavistara sūtra shares with the Hindu Puranas similarities of style as well as the concept of a divine being's earthly activities as "sport", or "play". It has inspired a considerable amount of Buddhist art. The Sūtra, which is structured in twenty -seven chapters, first presents the events surrounding the Buddha's birth, childhood, and adolescence in the royal palace of his father, king of the sakya nation. It then recounts his escape from the palace and the years of hardship he faced in his quest for spiritual awakening. Finally the Sūtra reveals his complete victory over the demon Mara, his attainment of awakening under the Bodhi tree, his first turning of the wheel of Dharma, and the formation of the very early sangha. In this paper, I attempt to explore the Lalitavistara Sūtra.

Keywords: Lalitavistara, Sūtra, Vaipulya sūtra, Mahāyāna, Sārvāṣtivādi, Hīnayāna, Bodhi tree

Introduction
ললিতবিস্তর মিশ্র সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত একটি অপূর্ব বুদ্ধচরিত। এটি নব মহা বৈপুল্য মহাযান সূত্রের অন্তর্গত এবং মহাসাংঘিক লোকোত্তরবাদীদের প্রামাণিক গ্রন্থ রত্ন। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । ভগবান বুদ্ধ পৃথিবীতে যে সমস্ত ক্রীড়া লোলিত বা অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তারই বিস্তৃত বর্ণনা ললিতবিস্তর গ্রন্থ। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি সপ্ত বিংশতি অধ্যায়ে (পরিবর্ত) সমাপ্ত এবং তুষিত লোক থেকে ধর্মচক্র প্রবর্তন পর্যন্ত সবিস্তরে বুদ্ধচরিত বর্ণিত হয়েছে।[1] এর রচনাশৈলী ও বিষয় বিন্যাস পালি ও "জাতক নিদান" -এর অনুরূপ। মহাবস্তু ও ললিতবিস্তর বুদ্ধ জীবন কাহিনী সম্পর্কে রচিত হলেও গ্রন্থ দুটি বিষয়বস্তু সংস্থাপনে ও রচনারীতিতে ভিন্ন। মহাবস্তুতে যেমন বুদ্ধ কাহিনী দূরেনিদানের দীপংকর বুদ্ধ থেকে শুরু করে সন্তিকে নিদানে সমাপ্ত হয়েছে., ললিতবিস্তরের বেশি ভাগ অবিদূরে নিদানের অন্তর্গত (তুষিত স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ, বুদ্ধত্ব লাভ এবং বারাণসীতে ধর্মচক্র প্রবর্তন পর্যন্ত)। মহাবস্তুতে বুদ্ধ কাহিনীর ধারাবাহিকতা মধ্যে মধ্যে জাতক ও অবদান কাহিনীর অবতারণায় ব্যাহত হয়েছে., কিন্তু ললিতবিস্তরে বুদ্ধ কাহিনী যথেষ্ট সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত ও অব্যাহত। মহাবস্তুতে মহাযানী উপাদান থাকা সত্বেও এটা সম্পূর্ণ হীনযানী এবং লোকোত্তরবাদীদের গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। অপরপক্ষে বর্তমান আকারে ললিতবিস্তর নব মহাবৈপুল্য মহাযান সূত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লিখিত। [2] গ্রন্থের শিরোনামও তাৎপর্যপূর্ণ । পালি পিটকের জরা - ব্যাধি - মরণের অধীন অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ ভগবান বুদ্ধ ললিতবিস্তরে হয়েছেন জরা-মরণ মুক্ত লোকোত্তর সত্বা দেবাদিদেব। প্রাণিদের মুক্ত করার জন্য পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে তিনি আবির্ভূত। ললিতবিস্তর (অর্থাৎ বুদ্ধলীলার বিস্তৃত বর্ণনা) মহাযান ভাবধারার অগ্রদূত। ললিতবিস্তর সম্পর্কে Winternitz বলেছেন - "While the Mahāvastu describes itself as a work belonging to the Hīnayāna but which has taken up some features of the Mahāyāna. The Lalitavistara is considered as one of the holiest texts of the Mahāyāna, describes itself as a vaipulya sūtra ' elaborate teaching text - common term for Mahāyāna sūtra and exhibits all features of a Mahāyāna Sūtra although the work originally contained the description of Buddha's life for the Sarvāstivādins belonging to the Hīnyāna. "Winternitz, 1977: 238 [3].

ললিতবিস্তরের প্রারম্ভে পালিসুত্তের রীতি লক্ষ্য করা যায় – " আমি এরকম শুনেছি এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আরামে অবস্থান করছিলেন। " কিন্তু পালি গ্রন্থে যেমন এরপর মূল সূত্র শুরু হওয়ার সময় বলা হয়, শাস্তা কতিপয় শিষ্যসহ অথবা পাঁচশত শিষ্যসহ সেখানে উপস্থিত, সেই ক্ষেত্রে ললিতবিস্তরে অন্যান্য মহাযান সূত্রের মত জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণনা আছে, "1200 ভিক্ষু এবং 3200 বোধিসত্ত্ব পরিবৃত বুদ্ধ দিব্যজ্যোতি বিস্ফারিত করে বসে আছেন। " গ্রন্থের প্রারম্ভে বলা হয়েছে – এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ যখন রাত্রির মধ্যম যামে ধ্যানে সমাহিত, তখন ভূ –মধ্যস্থ উন্মীষ বিরত থেকে অপ্রমাণ রশ্মি নির্গত হয়ে সমস্ত দেবলোক সহ নরলোক আলোকিত করেছে এবং সমস্ত দেবগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে। দেবগণ ভগবানের স্তুতি গান গাইতে থাকেন। ঈশ্বর ও অন্যান্য সমস্ত দেবগণ ভগবানের কাছে এসে পদবন্দনান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হয়ে কনকাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করেন – "ভগবান পৃথিবীর মানুষদের মুক্তির জন্য ললিতবিস্তর নামক ধর্মপর্যায় দেশনা করেন। " ভগবান তুষ্ণীভাব ধারণ করে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এরূপ ভূমিকার পরে জাতক নিদান কথার দ্বিতীয় অংশ অবিদূরে নিদানের বর্ণনার মত বুদ্ধ কাহিনী আরম্ভ করে তুষিত দেবলোকে অবস্থান, চার মহাবিলোকন, মায়াদেবীর স্বপ্ন, গর্ভে অবস্থান, মায়াদেবীর পিত্রালয়ে গমন, লুম্বিনী উদ্যানে জন্ম, নন্দ–উপনন্দ কর্তৃক স্নান সমাপন, সপ্তপদ করে ছয় দিকে গমন এবং ঐ সকল স্থানে পদ্মের প্রাদুর্ভাব। দশদিক অবলোকন এবং ঘোষণা – "আমি জ্যেষ্ঠ,আমি শ্রেষ্ঠ, এটা আমার শেষ জন্ম" (উক্তিটি দীর্ঘনিকায়ের মহাপদান সুত্তের সমতুল), অসিত কথা, বাল্যশিক্ষা, ক্রীড়াপ্রদর্শন, চার নিমিত্ত দর্শন, অভিনিষ্ক্রমণ, কেশকর্তন, প্রব্রজ্যাগ্রহণ, রাজা বিম্বিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তপচর্যা, মারবিজয়, অভিসম্বোধি লাভ, বারাণসীতে ধর্মচক্র প্রবর্তন ইত্যাদি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। উপরোক্ত আখ্যানগুলি পালি নিকায় গ্রন্থে সমভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ললিতবিস্তরের বর্ণনার মধ্যে মহাযান সূত্র সুলভ অতিরঞ্জন ও অলৌকিকত্ব আরোপিত হয়েছে।[4]

দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ পরিবর্তে তুষিত স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে বোধিসত্ত্বের জন্ম পর্যন্ত বর্ণনা এরূপ –

" শত প্রশংসনীয় উপাধিযুক্ত বোধিসত্ত্বকে তুষিত স্বর্গে জমকাল দিব্যপ্রাসাদে অবস্থানকালে 8400 বাদ্য ধ্বনির মধ্যে মুক্তিকার্য সম্পাদন করার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হল। বোধিসত্ত্ব বহু রাজ পরিবারের দোষগুণ পর্যালোচনা করে রাজা শুদ্ধোদনের মহিষী দশ সহস্র হস্তীসম শক্তির অধিকারিণী, নিখুঁত সৌন্দর্যময়ী ও অশেষ গুণবতী, বুদ্ধমাতা হবার উপযুক্ত জম্বুদ্বীপে একমাত্র নারী মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে স্হির করে হস্তীবেশে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করলেন। দেবগণ মায়াদেবীর জন্য দিব্যগর্ভগৃহ এবং বোধিসত্ত্বের জন্য রত্ন প্রাসাদ নির্মাণ করলেন যাতে বোধিসত্ত্ব দশমাস গর্ভমল দ্বারা সম্পৃক্ত বা দূষিত না হন। তিনি অনির্বাণ জ্যোতিতে বহুদূর পর্যন্ত আলোক বিকীর্ণ করে অতি সুন্দর কোমল আসনে সমাসীন রইলেন। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অজাত বোধিসত্ত্ব ধর্মোপদেশ দানে দেবতাদের আমোদিত করলেন। বহু অলৌকিক ক্রিয়া ও নিমিত্ত প্রদর্শন করে লুম্বিনী উদ্যানে সর্বজ্ঞ ভগবান বোধিসত্ত্ব মহাপুরুষরূপে মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ভূমিষ্ঠ হয়েই তিনি ছয়দিকে প্রতিদিকে সপ্তপদ গমন করলেন এবং প্রতি পদক্ষেপে পদ্ম প্রস্ফুটিত হল। "[5]

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বুদ্ধ তুষিত স্বর্গে অবস্থান করার সময় মর্ত্য লোকে জন্ম গ্রহণ করার জন্য দেবগণের প্রার্থনায় বোধিসত্ত্ব কোথায়, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করবেন, সে বিষয়ে সমগ্র জগৎ অবলোকন করে স্থির করলেন, তিনি জম্বুদ্বীপে কপিলাবস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করবেন – এসবের বিবরণ আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বোধিসত্ত্ব তাঁর পূর্ব জন্মে যে ধর্মালোক মুখের অনুশীলন করেছিলেন তার ফলে অন্তিম জন্মে বুদ্ধত প্রাপ্তি ঘটে সে 108 প্রকার ধর্মালোক মুখের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে বোধিসত্ত্বের জন্মগ্রহণের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা, গর্ভাবস্হায় কিভাবে অবস্থান করেছিলেন তার বিবরণ, তথাগত বুদ্ধের জন্ম ও জন্মের পর নব জাতক কারও অবলম্বন ছাড়া সাত পদক্ষেপ গমন, বুদ্ধের জন্মের সাত দিন পর তাঁর মাতা মহামায়ার পরলোক গমন এবং মহাপ্রজাপতি গৌতমী কর্তৃক লালিত – পালিত ঘটনা সমূহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সপ্তম পরিবর্তে বুদ্ধ ও আনন্দের কথোপকথনের জন্য বুদ্ধ কাহিনী ধারা ব্যাহত হয়েছে। বুদ্ধ বললেন – "আনন্দ! যারা আমাকে বিশ্বাস করে, আমি তাদের মঙ্গল সাধন করি, যারা আমার শরণাপন্ন হয়, আমি তাদের বন্ধু., তথাগতের বহু মিত্র আছে., যারা সত্যভাষণ করে, মিথ্যা ভাষণ করে না, তারাই তথাগতের মিত্র। আনন্দ! এটাই যেন তোমার লক্ষ্য হয়। "[6]

অষ্টম এবং নবম অধ্যায়ে বোধিসত্ত্ব তাঁর বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সঙ্গে মন্দিরে দেব দর্শন করতে গেলে মন্দিরের সমস্ত প্রতিমা আসন থেকে উঠে শিশু বোধিসত্ত্বের চরণে পতিত হয়।

দশম পরিবর্তে বোধিসত্ত্বের প্রথম বিদ্যালয় গমনের বর্ণনায়ও মহাযানের প্রভাব সুস্পষ্ট – বিপুল জাঁকজমকের মধ্যে সমস্ত দেবগণও আগে আগে পুষ্প নিক্ষেপরতা অষ্ট সহস্র দেবকুমারী সহ দশ সহস্র বালক সমভিবাহারে বোধিসত্ত্ব আচার্য বিশ্বামিত্রের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন। গোবেচারী শিক্ষক বালক বোধিসত্ত্বের মহিমা সহ্য করতে না পেরে ভূতলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। শুভাঙ্গ নামক একজন দেবতা শিক্ষককে উঠিয়ে শান্ত করল। যদিও সর্বজ্ঞ বোধিসত্ত্বের শিক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল না, তবুও জগতের নিয়ম মেনে বিদ্যালয়ে এসেছেন। তখন বোধিসত্ত্ব আচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, চীন, হুন ইত্যাদি 64 প্রকার লিপির মধ্যে কোন্ টা তিনি প্রথমে শেখাতে ইচ্ছা করেন। অবশেষে আচার্য দশ সহস্র বালককে শিক্ষা দিতে লাগলেন।[7].

একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বোধিসত্ত্বের নিজভূমি ও সম্পত্তি নিরীক্ষণে রত হন। কুমার সিদ্ধার্থের সাথে দ্বন্ড পানির কন্যা যশোধরার বিবাহ ও বিদ্যা শিক্ষা, ধনুর্বিদ্যা, অসিবিদ্যা মল্লযুদ্ধ বিদ্যা ইত্যাদি বিদ্যায় পটুতা ও সিদ্ধার্থের শক্তিতে দেবদত্তের পরাজয় ইত্যাদি বর্ণনা।উপভোগ পূর্ণ জীবনের অসারতা ও অন্যান্য দোষ প্রদর্শন করে সিদ্ধার্থকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য দেবতারা নানাভাবে প্রেরণা দেন –এসবের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পরিবর্তে অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যা বুদ্ধের অন্য জীবন চরিতে পাওয়া যায় না।

চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়ে রাজা শুদ্ধোদনের পুত্রকে ভোগ বিলাসে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও চারি নিমিত্ত দর্শনে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের ইচ্ছা, দেবপুত্র ও বোধিসত্ত্বদের সহায়তায় গভীর রাত্রে গৃহ ত্যাগ এবং সিদ্ধার্থের সাথে রাজা বিম্বিসারের সাক্ষাতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। চতুর্দশ পরিবর্ত থেকে ষড়বিংশ পরিবর্তে বোধিসত্ত্বের চারি নিমিত্ত দর্শন, গৃহত্যাগ, মারবিজয়, বুদ্ধত্ব লাভ ইত্যাদি ঘটনাবলী অন্যান্য গ্রন্থের মত বলা যায়।

সপ্তদশ,অষ্টাদশ,ঊনবিংশ ও বিংশ অধ্যায়ে সিদ্ধার্থের দুষ্কর তপস্যা করেও প্রকৃত সন্ধান লাভে ব্যর্থ হন। নিরঞ্জনা নদীর তীরে সুজাতার পায়স গ্রহণ ও ভোজন করেন। এতে সিদ্ধার্থের শরীর আগের মত উত্তম কান্তি ধারণ করল। তারপর বোধি বৃক্ষের নীচে বসে ধ্যান করার পর বুদ্ধ লাভের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

একবিংশ, দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে মার স্বসৈন্য নিয়ে সিদ্ধার্থকে আক্রমণ ও মারের তিন কন্যার প্রলোভন এবং মার পরাজয়ের বিবরণ, সিদ্ধার্থ সমস্ত মার সৈন্যকে পরাভূত করে সম্যক সম্বুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন এবং সিদ্ধার্থের বোধিজ্ঞান লাভের পর দেবগণের প্রার্থনা করলেন জগতে তাঁর নব লব্ধ ধর্ম প্রচার করার জন্য কিন্তু তাঁর এই ধর্ম জন সাধারণ বুঝতে পারবেন না আশঙ্কায় প্রচারে অনাগ্রহী হলেন ইত্যাদি বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

চতুর্বিংশ, পঞ্চবিংশ ও ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়ে তপসু ও ভল্লিক নামে দুই বণিক বাণিজ্য যাতায়াতের সময় বুদ্ধের কাছে এসে উপস্থিত হন এবং তাঁকে প্রণাম করে কৃতার্থ হয়ে গমন করেন। দেবগণ বিশেষতঃ সহম্পতি ব্রহ্মা এসে ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্য প্রার্থনা করেন এবং বুদ্ধও সম্পতি প্রদান করেন। ভগবান বুদ্ধের পূর্ব পরিচিত রাম পুত্রক ও আরাড় কালাম ইত্যাদি বিজ্ঞজনের মৃত্যু হওয়াতে পঞ্চবর্গী ভিক্ষুর কাছে বারাণসীতে ঋষিপত্তন মৃগদাবে প্রথম ধর্ম দেশনা করেন – এসবের বিবরণ রয়েছে।

শেষ সপ্ত বিংশতি পরিবর্তে সম্পূর্ণ মহাযান রীতিতে ললিতবিস্তরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। যিনি এই ধর্মপর্যায় শ্রবণ করবেন, তিনি বীর্য লাভ করবেন, মারবিজয় করবেন। যিনি পাঠ করবেন বা লিখে পূজা করবেন, কিংবা প্রকাশ করবেন, তিনি অনন্ত পুণ্য অর্জন করবেন ইত্যাদি। এই সপ্ত বিংশ অধ্যায়ে গ্রন্থ সমাপ্তি সূচক কথা, গ্রন্থ পাঠের ধারণা ও পূজার ফল যেমন পুরাণ জাতীয় গ্রন্থের শেষে গ্রন্থ মাহাত্ম্য, তার পাঠের ফল ইত্যাদি থাকে এখানেও তাই করা হয়েছে। তাই ললিতবিস্তরকে পুরাণ জাতীয় গ্রন্থও ভাবা যেতে পারে।[৪].

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এবং গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষণে মনে হয়, ললিতবিস্তর কোন হীনযানী, সম্ভবতঃ সর্বাস্তিবাদী বুদ্ধচরিত সম্পর্কীয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রন্থ ছিল। পরে এটা মহাযানীদের প্রচেষ্টায় ও প্রভাবে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়েছে। মহাবস্তুর তুলনায় এটি সুসংবদ্ধ জীবনচরিত হলেও এর মধ্যে খুবই প্রাচীন ও অর্বাচীন অনুচ্ছেদ আছে। আরো উল্লেখ্য যে, অন্যান্য বুদ্ধচরিতের তুলনায় এতে বুদ্ধ জীবনের অলৌকিকত্ব বিশেষ প্রদর্শিত হয়েছে। সম্ভবতঃ ললিতবিস্তর একজন লেখকের রচনা নয়., বরঞ্চ কতিপয় অজ্ঞাতনামা লেখকদের রচনা সংকলন। এর গাথাংশ পালি সুত্তনিপাতের গাথার ন্যায় প্রাচীন। এর ভাষা মিশ্র সংস্কৃত। মনে হয়, ললিতবিস্তরের উপাদান নিয়ে মহাকবি অশ্বঘোষ তাঁর অনুপম বুদ্ধচরিত মহাকাব্য রচনা করেছেন। ধর্মচক্র প্রবর্তনের গদ্যে বর্ণনা প্রাচীনতম বৌদ্ধ ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে। কোন্ সময়ে ললিতবিস্তর সম্পূর্ণ আকারে সংকলিত হয়েছিল তা এখনো আমাদের অজ্ঞাত। তবে গান্ধার শিল্পকলায় ললিতবিস্তরের বর্ণনার সাদৃশ্য দেখে মনে হয় খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে এটি সংকলিত হয়েছিল। [৯]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, P. L. Vaidya বিশ্বাস করতেন যে, শেষ সংস্কৃত পাঠটি খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর এবং সর্বাস্তিবাদ ও মহাযান ঐতিহ্যের উপাদানে পরিপুষ্ট। Dharmachakra Translation Committee বলেছে ললিতবিস্তর সূত্রটি বিভিন্ন উৎসের একটি সুস্পষ্ট সংকলন এবং মহাযান বিশ্ব দর্শন অনুযায়ী বিস্তৃত। মহাযান বৈপুল্য সূত্রগুলোর মধ্যে ললিতবিস্তর অতি পবিত্র গ্রন্থ।

সূত্রনির্দেশ

1. Dharmachakra Translation Committee 2013, iii-x.
2. Winternitz HIL. II(248):2.
3. Winternitz P. The Buddhist Gāthā Sanskrit (A Study on the Mahāyāna Sūtras), Buddhadev Bhattacharya, 238, 102.
4. বৌদ্ধ সাহিত্য, বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, পৃষ্ঠা – 189.
5. বৌদ্ধ সাহিত্য ঐ।
6. *বৌদ্ধ সাহিত্য ঐ, পৃষ্ঠা* –190.
7. Falk Harry. Shrift im alten Indien: ein Forschungsbericht mit Anmerkungen (in German). Gunter Narr Verlag. 1993, 84.
8. Weddell LA. The so-called Mahapadana Suttanta and the Date of the Pali Canon. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 1914, 661-680. Retrieved 2017-06-10.
9. Dharmachakra Translation Committee, 2013, xii.
10. চৌধুরী, বিনয়েন্দ্রনাথ, বৌদ্ধ সাহিত্য, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা 1402 বঙ্গাব্দ।
11. Bhattacharya Buddhadev. The Buddhist Gāthā Sanskrit (A Study on the Mahāyāna Sūtras), Maha Bodhi Book Agency, Kolkata, 2012.
12. Sen, Sukumar. (Syntactic Studies of Buddhistic Sanskrit), Journal of the Department of Letters, University of Calcutta, xvii, 1928.
13. *হালদার (দে), মণিকুন্তলা, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা,* 1402 *বঙ্গাব্দ।*
14. সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, বৌদ্ধ দর্শন, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, 1997.
15. মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, সম্পাদনা – সুকোমল চৌধুরী, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা।
16. Goswami B. (Lalitavistar) (En. Tr.), The Asiatic Society, Kolkata, 2001.